সাইকেলের বলযুক্ত কাঁকড়া পাঠাবেন না।

কাঁকড়ায় ঋতিকর ক্যামিকেল ব্যবহার দন্ডনীয় অপরাধ।

ঘা এবং দাগযুক্ত কুঁচিয়া সরবরাহ এবং রপ্তানি থেকে বিরত থাকুন।

সবুজ টিক চিহ্নযুক্ত কুঁচিয়া মানসম্মত হিসেবে বিদেশের বাজার স্বীকৃত।

সবুজ টিক চিহ্নযুক্ত কাঁকড়া মানসম্মত হিসেবে বিদেশের বাজার স্বীকৃত।

মানসম্মত কাঁকড়া ও কুঁচিয়া রপ্তানিতে করণীয়ঃ

প্রচার ও জনসচেতনতায়ঃ

ফিশারি প্রোডাক্টস বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল (এফপিবিপিসি)
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ লাইভ এ্যান্ড চিল্ড ফুড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন
Bangladesh Live & Chilled Food Exporters Association
House # 41 (A/4), Sonargaon Janapath, Sector # 12, Uttara, Dhaka-1230.
Mobile: 01677-114411, Email: blcfea@yahoo.com, Web: www.blcfea.com

CamScanner

সম্ভাবনাময় একটি রপ্তানিখাতের পাশে দাঁড়ানোর আহবানঃ

বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী উপাদানগুলোর মধ্যে কাঁকড়া (Scylla Serrata) অন্যতম। খেতে সুস্বাদু হওয়ায় বিদেশে এই কাঁকড়ার চাহিদা অনেক বেশি। প্রায় তিন দশক যাবত রপ্তানিকারকগণ সম্পূর্ণ নিজস্ব উদ্যোগে এবং অর্থায়নে কাঁকড়া রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছেন। দিনে দিনে এর পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হচ্ছে। মৎস্য অধিদপ্তরের সূত্রমতে অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ দেশের রপ্তানিকৃত মৎস্য সম্পদের মধ্যে চিংড়ির পরেই কাঁকড়ার স্থান। প্রতি বছর গড়ে প্রায় ৯০০০-৯৫০০ মেট্রিকটন কাঁকড়া (জীবন্ত ও হিমায়িত) রপ্তানি করে ৪৫০-৫০০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হচ্ছে। প্রায় ৪-৫ লক্ষ মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কাঁকড়া চাষ, আহরণ, সরবরাহ, পরিবহন ও রপ্তানির মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করছেন। সেন্টমার্টিন ব্যতীত কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, পটুয়াখালী, বরিশাল, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট ও খুলনার উপকূলীয় নদীগুলো এবং মহেশখালী, কুতুবদিয়া, সন্দ্বীপ, হাতিয়া, দুবলারচর এলাকা, উপকূলীয় চিংড়ির খামার, সমুদ্রের মোহনা, নদী এবং ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলে (সুন্দরবন) কাঁকড়ার বিস্তৃতি দেখা যায়। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে জীবন্ত কাঁকড়া রপ্তানি করা হলেও এর প্রধান বাজার চীন। অপরদিকে ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান, নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়াতে সফটশেল কাঁকড়ার ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। কাঁকড়া রপ্তানি বৃদ্ধি করতে হলে এর চাষের দিকে মনোনিবেশ করতে হবে। সরকারি উদ্যোগে হ্যাচারি স্থাপন করে কাঁকড়ার পোনা উৎপাদন করতে পারলে বাংলাদেশের স্থানীয় বাজারে চাহিদাশূণ্য কাঁকড়া ও কাঁকড়াজাত পণ্যই হতে পারে ভবিষ্যতে বাংলাদেশের অন্যতম সম্ভাবনাময় রপ্তানি খাত।

সারা বাংলাদেশ জুড়ে রয়েছে অসংখ্য নদী-নালা, খাল-বিল, পুকুর, ডুবা ইত্যাদি। প্রাকৃতিকভাবেই এসব জায়গায় প্রচুর কুঁচিয়ামাছ জন্মে। এই অপ্রচলিত পণ্য বিদেশে রপ্তানি করে বাংলাদেশ প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে। গড়ে প্রতিবছর ৬০০০-৭০০০ মেট্রিক টন কুঁচিয়ামাছ রপ্তানি হচ্ছে। যার বাজার মূল্য ১৬০-২০০ কোটি টাকা। সারাদেশ থেকে কুঁচিয়ামাছ সংগ্রহ করা হলেও সিলেট, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, বগুড়া, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, রাজশাহী, রাজবাড়ী, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, বরিশাল, সাতক্ষীরা, খুলনা, কুষ্টিয়া, বাগেরহাট, চাঁদপুর, কুমিল্লা ও নোয়াখালী জেলায় অধিক পরিমাণে কুঁচিয়ামাছ পাওয়া যায়। কিন্তু কুঁচিয়ামাছের সঠিক চাষ পদ্ধতি না থাকা এবং এর পোনা উৎপাদনে যথাযথ সরকারি পদক্ষেপ না থাকায় এই শিল্প কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌছাতে পারছে না। সরকারি যথাযথ সহায়তা পেলে এই খাত থেকে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব।

অতিরিক্ত দড়িবাঁধা ও কাঁদাযুক্ত কাঁকড়া

ঘা-যুক্ত কাঁকড়া

কালো দাগযুক্ত কাঁকড়া

ঘা-যুক্ত এবং পা ভাঙ্গা কাঁকড়া

দীর্ঘস্থায়ী কাঁকড়া ব্যবসার জন্য উল্লেখিত নিম্নমানের কাঁকড়া ধরা, সরবরাহ ও রপ্তানি করা থেকে বিরত থাকার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানাচ্ছি।

মানসম্মত কাঁকড়া ও কুঁচিয়ামাছ রপ্তানির গুরুত্বঃ

ধর্মীয় ও সামাজিক কারণে বাংলাদেশে কাঁকড়া ও কুঁচিয়া মাছের দেশীয় বাজারে কোন চাহিদা নেই, এর ৯৫% পণ্যই বিদেশে রপ্তানি হয়। বৈদেশিক বাণিজ্যের অন্যতম প্রধান শর্ত পণ্যের মান বজায় রাখা। প্রতিযোগিতামূলক আন্তর্জাতিক বাজারে টিকে থাকতে হলে পণ্যের গুণগত মান বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। তাছাড়া কোভিড-১৯ এর বিপর্যয়ের ফলে খাদ্য পণ্যের গুণগত মান সম্বন্ধে মানুষ পূর্বের যে কোন সময়ের চেয়ে অধিক সচেতন হয়েছেন। কোথাও কোথাও আমদানীকারক দেশের সরকারি কর্তৃপক্ষ অধিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে পণ্যের মান নিশ্চিতকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এমতাবস্থায় পণ্যের মান বজায় রাখতে না পারলে আমাদের রপ্তানি বাজার সংকুচিত হয়ে যাবে, বাধাগ্রস্থ হবে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পথ। মাঠ পর্যায়ের কাঁকড়া চাষী, আহরণকারী, ফড়িয়া, ডিপো মালিক, সরবরাহকারীরা যদি আন্তর্জাতিক বাজারে কী ধরণের পণ্য বাজারজাত করা হয় সে সম্বন্ধে একটি স্পষ্ট ধারণা পায়, তাহলে তাঁদের পক্ষে মানসম্মত পণ্য সরবরাহ করা সহজ হবে। কাঁকড়া ও কুঁচিয়ামাছ চাষ/আহরণ থেকে রপ্তানির সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে পণ্যের মান বজায় রাখতে আন্তরিক সচেষ্ট থাকতে হবে।

আমাদের করণীয়ঃ

একটি উদীয়মান শিল্পকে শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে হলে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা গ্রহণ করা জরুরি। সংশ্লিষ্ট সকলকে সততা, আন্তরিকতা সর্বোপরি দেশপ্রেম নিয়ে সকল ধরণের অনিয়মের বিরুদ্ধে এগিয়ে আসতে হবেঃ

- পোণা কাঁকড়া ধরা, ক্রয়-বিক্রয়, পরিবহণ ও রপ্তানি বন্ধ করতে হবে।
- কালোদাগযুক্ত, ঘা-যুক্ত কাঁকড়া ও কুঁচিয়ামাছ ঢাকায় পাঠানো এবং রপ্তানি বন্ধ করতে হবে। পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন কাঁকড়া পাঠানো নিশ্চিত করতে হবে।
- কাঁদাযুক্ত, অতিরিক্ত দড়িবাঁধা, পা ভাঙ্গা, দুর্বল, সাইকেলের বলযুক্ত, জেল/রং/অপদ্রব্য পুশকৃত কাঁকড়া সরবরাহ/রপ্তানি করা থেকে বিরত থাকতে হবে।
- সাইকেলের বলযুক্ত, জেল/রং/অপদ্রব্য পুশকৃত কাঁকড়া সরবরাহ করা আইনত দন্ডনীয় অপরাধ। এইসকল অপরাধের সাথে জড়িত অসাধু ব্যবসায়ীদেরকে চিহ্নিত করতে হবে এবং দেশ ও জাতির স্বার্থে তাদেরকে আইনের আওতায় আনতে হবে।
- অধিক মূল্যের আশায় পা বাঁধা অবস্থায় কাঁকড়াকে দীর্ঘ সময় জলাশয়ে মজুদ রাখা থেকে বিরত থাকতে হবে।

এই সকল পণ্য বৈদেশিক ক্রেতার নিকট জীবন্ত পাঠানোর স্বার্থে আকাশ পথে রপ্তানি করতে হয়। অন্যথায় কোন মূল্যই পাওয়া যায় না। এই ব্যবসাটি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ বিধায় সব সময় সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সম্ভাবনাময় এই খাতটিকে এগিয়ে নিতে হবে। বাংলাদেশের প্রতিটি পণ্য বিদেশের মাটিতে আমাদের রক্তে অর্জিত প্রিয় বাংলাদেশকে প্রতিনিধিত্ব করে। পণ্যের গুণগত মানের উপর বাংলাদেশের সম্মান নির্ভর করে। আসুন, আমরা সকলে মিলে উপকূলের "কালো সোনা" খ্যাত মানসম্মত কাঁকড়া রপ্তানিতে এগিয়ে আসি এবং সমৃদ্ধ ও উন্নত বাংলাদেশ গড়ায় অংশগ্রহণ করি।

CamScanner